পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ কমাল ইউজিসি

অনলাইন ডেস্ক
১২ জুন ২০২৪, ০৮:৫৭ পিএম

দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কমিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। আজ বুধবার ইউজিসি চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৬৭তম পূর্ণ কমিশন সভায় এই বাজেট অনুমোদিত হয়।

এবার দেশের ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১ হাজার ৬৯০ কোটি ০৪ লাখ টাকার পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে। গত অর্থবছরে ৫৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১২ হাজার ১৮৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া

হয়েছিল। এছাড়াও সভায় ইউজিসির নিজস্ব আয়সহ ৮৭ কোটি ৪০ লাখ টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়। গত অর্থবছরে ইউজিসির জন্য ৭৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।

সভার কার্যপত্র তুলে ধরেন ইউজিসি সচিব ড. ফেরদৌস জামান। গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল বাজেটের বিস্তারিত দিক তুলে ধরেন ইউজিসির অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক মো. রেজাউল করিম হাওলাদার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে মূল বাজেটে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারের অনুদান হিসেবে ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়। এছাড়া, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব আয় ধরা হয় ১ হাজার ২৭২ কোটি ৫৩ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মূল বাজেটে ৩১টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪ হাজার ৯১৭ কোটি ৫১ লাখ টাকার উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

নতুন অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব বাজেট পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮০৪ কোটি ৪১ লাখ টাকা এবং গবেষণা খাতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সবচেয়ে বেশি ২০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আজকের পূর্ণ কমিশন সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য গবেষণা খাতে ১৮৮ কোটি ৬৫ টাকা বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে গবেষণা খাতে ১৪৫.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়।

এছাড়া, ইউজিসি থেকে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বৈদেশিক পিএইচডি স্কলারশিপে ১০ কোটি টাকাসহ গবেষণা খাতে ৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়।

বাজেট বরাদ্দ বিষয়ে প্রফেসর আলমগীর বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, অধিকতর উন্নত গবেষণার জন্য অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, উদ্ভাবনী গবেষণার সক্ষমতাকে শক্তিশালী করা, উদীয়মান প্রযুক্তি ও শিক্ষার সব শাখায় ফলিত গবেষণাকে উৎসাহ প্রদান, সুশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সবক্ষেত্রে আইসিটি প্রয়োগের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ বছর বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এবারের বাজেটে সরকারি অনুদান বৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বেড়েছে ৮ দশমিক ৪০ শতাংশ এবং গবেষণা খাতে বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯ দশমিক ৮০ শতাংশ।’

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকার ও ইউজিসির আর্থিক নীতিমালা অনুসরণ করে বাজেট বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও নিজস্ব আয় বাড়ানোর ওপর গুরত্বারোপ করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, অধ্যাপক ড. হাসিনা খান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আব্দুল মঈন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. কামরুল আলম খান, পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিষয়ক সদস্য (সচিব) রেহানা পারভীনসহ কমিশনের সদস্যরা।

সভায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন বিষয়ক নীতিমালা অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।